



224032 - ঈদরে নামাযে তাকবীরে সংখ্যা নিয়ে মতানকৈযরে কারণে তারা সবে ইমামরে পছিনে নামায পড়বে না

প্রশ্ন

প্রশ্ন: ঈদরে নামাযে তাকবীর ক'ি টি; নাকি ১২ টি? কারণ এখনে এ মাসয়ালা নিয়ে হানাফী মাযহাবরে অনুসারী ও সালাফীদরে মধ্যে তীব্র বিরোধে হচ্ছে। সালাফীরা বলেন: 'তারা কিছুতই হানাফীদরে পছিনে নামায পড়বে না; যদি তারা দুই রাকাত নামায ১২ তাকবীর দিয়ে পড়তে প্রস্তুত না থাকে'। অবস্থা দেখে বুঝা যাচ্ছে হানাফীরা এটি করিতে প্রস্তুত নয়। এ কারণে একই স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ঈদরে নামায দুইবার পড়া হয়। এ ব্যাপারে শরয়িতরে হুকুম ক'ি এ ক্ষেত্রে কোন মধ্যমপন্থী সমাধানে পৌঁছা ক'ি সম্ভব; যাত করে এক ঈদরে নামায হানাফী মাযহাব অনুযায়ী পড়া হবে এবং দ্বিতীয় ঈদরে নামায সালাফী মাযহাব অনুযায়ী পড়া হবে?

উত্তরে সংক্ষিপ্তসার

সারকথা

হল: দুই

ঈদরে নামাযে

তাকবীরে

সংখ্যা নিয়ে

মতভেদে করে

মুসলমানদরে

মাঝে

বচ্ছিন্নতা

সৃষ্টি করা ও

আলাদা নামায

কায়মে করা জায়যে

নয়। কারণ ঈদরে

নামায দুইবার

পড়া এবং

প্রত্যেকে দল



নজিদেরে মতানুযায়ী
আলাদাভাবে
নামায আদায়
করা গর্হতি
বদিআত। এটা মুসলমানদেরকে
বচ্ছিন্ন
করে দবি—
এটা কারো কাছে
অজ্ঞাত নয়।
শরিয়ত এ ধরণে
গর্হতি কাজরে
অনুমোদন দতি
পারে না কংবা
সুন্নাহ হতে
এ ধরণে কোন
নর্দিশেনা
আসতে পারে না।

তাই
এ ধরণে কোন
কথা বলা জায়যে
হবে না য়ে,
আমরা সালাফী
পদ্ধতিতে
একবার নামায
আদায় করব এবং
আরকেবার
হানাফী



পদ্ধতিতে

নামায আদায়

করা হবে। বরং

সকলই একই

পদ্ধতিতে

নামায আদায়

করতে আদর্শিট।

সটো নবী

সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম

ও তাঁর

সাহাবীবর্গেরে

পদ্ধতি এবং যবে

পদ্ধতির উপর

আবু হানফিা,

মালকে,

শাফয়েি, আহমাদ

মুসলমি

উম্মাহর প্রমুখ

ইমামগণ

অতবাহতি

হয়ছেন। আর যবে

বযিয়গুলতো

সাহাবায়বে

করোম ও

ওলামায়বে

করোম মতভদে

করছেন সসেব

ইখতলিাফরে



ক্షত্রে
আমাদরে
হৃদয়গুলো
প্রশস্ত থাকা
উচতি।

আমরা
আল্লাহর কাছে
প্রার্থনা
করছি তিনি যেনে
মুসলমানদেরকে
সত্যরে উপর
ঐক্যবদ্ধ করে
দেনে এবং তাদের
হৃদয়গুলো একীভূত করে দনি।

আল্লাহই
ভাল জানেনে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

এক:

এটি একটি ইজতাহদী মাসয়ালা। এ নিয়ে সাহাবায়েরোম, তাবয়ী ও পরবর্তী ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য আছে এবং এ মাসয়ালায় ১০টিরও অধিক মতামত রয়েছে।



‘আল-মাওসুআ আল-ফকিহয়্যা’ (১৩/২০৯) তে এসছে-

মালকৌ ও হাম্বলি মায়হাবরে আলমেগণ বলনে: ঈদরে নামাযরে প্রথম রাকাতে তাকবীর সংখ্যা ৬টি এবং দ্বিতীয় রাকাতে ৫টি। এটি মদিনার সাত ফকীহ, উমর ইবনে আব্দুল আযযি, যুহরী ও মুযানি থেকে বর্ণিত আছে।

বুঝা যাচ্ছে- প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরীমাকো তারা সপ্তম তাকবীর হিসেবে গণ্য করেন এবং দ্বিতীয় রাকাতেরে জন্য দাঁড়ানোর তাকবীরকে তারা বর্ণিত পাঁচটি তাকবীরেরে অতিরিক্ত তাকবীর হিসেবে গণ্য করেন।

আর হানাফী মায়হাবরে অভিমত ও এক বর্ণনা মতে ইমাম আহমাদরে মত হচ্ছে: দুই ঈদরে নামাযে অতিরিক্ত ৬ তাকবীর দিতে হবে। প্রথম রাকাতে ৩ তাকবীর, দ্বিতীয় রাকাতে ৩ তাকবীর। এটি ইবনে মাসউদ (রাঃ), আবু মুসা আশআরী (রাঃ), হুযাইফাতুল ইয়ামান (রাঃ), উকবা বনি আমরে (রাঃ), ইবনে যুযায়রে (রাঃ), আবু মাসউদ আল-বদরী (রাঃ), হাসান বসরী (রহঃ), মুহাম্মদ বনি সরিনি (রহঃ), ছাওরী (রহঃ), কুফার আলমেগণ ও এক বর্ণনা মতে ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর অভিমত।

শাফয়েী মায়হাবরে আলমেগণ বলনে: প্রথম রাকাতে অতিরিক্ত তাকবীর ৭টি এবং দ্বিতীয় রাকাতে ৫টি।

আইনী (রহঃ) অতিরিক্ত তাকবীরেরে সংখ্যার ব্যাপারে ১৯ টি উক্তি উল্লেখ করছেন...।[সমাপ্ত]

শাওকানী (রহঃ) বলনে: দুই রাকাত ঈদরে নামাযেরে তাকবীরেরে ব্যাপারে ও তাকবীর দয়োর স্থানরে ব্যাপারে আলমেগণরে ১০ অভিমত রয়েছে। এক. প্রথম রাকাতে ক্বরীতরে আগে ৭ তাকবীর দবিবে এবং দ্বিতীয় রাকাতে ক্বরীতরে আগে ৫ তাকবীর দবিবে। ইরাকী বলনে: এটি অধিকাংশ সাহাবী, তাবয়ী ও ইমামদরে অভিমত। দুই. প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরীমা ৭ তাকবীরেরে মধ্যে গণ্য— এটি ইমাম মালকে, আহমাদ ও মুযানরি অভিমত।

তনি. প্রথম রাকাতে ৭ তাকবীর ও দ্বিতীয় রাকাতে ৭ তাকবীর। আনাস বনি মালকে (রাঃ), মুগরি বনি শূবা (রাঃ), ইবনে আব্বাস (রাঃ), সাঈদ ইবনুল মুসায়্যবি (রহঃ) ও নাখারী (রহঃ) থেকে এ মতটি বর্ণিত আছে।

চার. প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরীমার পর ক্বরীতরে আগে ৩ তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকাতে ক্বরীতরে পর ৩ তাকবীর। এটি একদল সাহাবী, ইবনে মাসউদ (রাঃ), আবু মুসা (রাঃ) ও আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে এবং এটি ইমাম ছাওরী (রহঃ) ও ইমাম আবু হানফিা (রহঃ) এর অভিমত...।[নাইলুল আওতার (৩/৩৫৫) থেকে সমাপ্ত]

এ বিষয়ে সর্বাধিক বিশুদ্ধ হচ্ছে- আয়শো (রাঃ) এর হাদিস: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদুল ফতির ও ঈদুল আযহার নামাযে প্রথম রাকাতে ৭ তাকবীর ও দ্বিতীয় রাকাতে ৫ তাকবীর দতিনে।”[সুনানে আবু দাউদ (১১৪৯), আলবানী সহিহ সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে এ হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করছেন এবং এটি অধিকাংশ আলমেরে অভিমত]

ইবনে আব্দুল বার (রহঃ) বলনে:



দুই ঈদরে নামাযরে ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ‘হাসান’ সনদে বহু রঙেয়ায়তে রয়ছে যে, তিনি প্রথম রাকাততে ৭ তাকবীর ও দ্বিতীয় রাকাততে ৫ তাকবীর দিয়েছেন। কিন্তু, সাহাবায়ে করোম এ নিয়ে তীব্র মতানকৈষ করছেন। অনুরূপভাবে তাবয়ীগণ এ নিয়ে মতভদে করছেন।[তামহীদ (১৬/৩৭-৩৯) থেকে সমাপ্ত]

আরও জানতে দেখুন: 36491 নং প্রশ্ননোত্তর।

দুই:

এ ধরণে মাসয়ালাতে মতবরিদে করার যথাযথ সুযোগ রয়ছে। এ ক্ষত্রে মতানকৈষকারীকে নিন্দা করা যাবে না। কভিবে নিন্দা করা হবে, যা সাহাবায়ে করোম থেকে বরণতি আছে। সাহাবায়ে করোম হচ্ছনে— ইজতহিদরে উপযুক্ত ইমাম ও সুন্নাহর অনুসারী ও অনুসৃত ইমাম।

এ কারণে ইমাম আহমাদরে অভিমিত হচ্ছ- ঈদরে নামাযরে অতিরিক্ত তাকবীরে ব্যাপারে সাহাবায়ে করোম থেকে যে সব অভিমিত বরণতি আছে এর সবগুলোর উপর আমল করা জায়যে। তিনি বলেন: “রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সাহাবীগণ তাকবীরে ব্যাপারে মতভদে করছেন; এর প্রত্যকেটি জায়যে।”[আল-ফুরু (৩/২০১) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ মুহাম্মদ বনি উছাইমীন (রহঃ) প্রথম রাকাততে ৭ তাকবীর ও দ্বিতীয় রাকাততে ৫ তাকবীর দয়োর কথা উল্লেখ করে বলেন: “যদি কটে এর ব্যতিক্রম কিছু করে যমেন- প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় রাকাততে ৫ টি করে তাকবীর দিয়ে কথিবা উভয় রাকাততে ৭ টি করে তাকবীর দিয়ে যভেবসাহাবীদরে থেকে বরণতি আছে তাহলে ইমাম আহমাদ বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সাহাবীরা তাকবীরে ব্যাপারে মতভদে করছেন এবং প্রত্যকেটি জায়যে। অর্থাৎ ইমাম আহমাদ মনে করনে, এক্ষত্রে বয়টি প্রশস্ত। যদি কটে উল্লেখিত পদ্ধতির বিপরীত কিছু করে যভেব সাহাবায়ে করোম থেকে বরণতি আছে তাহলে এতে কোন অসুবিধা নই। ইমাম আহমাদরে মাযহাব হচ্ছ- যদি সলফে সালহীনগণ কোন মাসয়ালায় মতানকৈষ করনে এবং সংশ্লিষ্ট মাসয়ালায় অকাট্য কোন দলিল না থাকে তাহলে এক্ষত্রে সবকটি অভিমিতরে উপর আমল করা জায়যে। কারণ তিনি সাহাবীদরে কথাকে মর্যাদা দতিনে এবং মূল্যায়ন করতনে। তিনি বলেন: যদি কোন অকাট্য দলিল না থাকে; যদে দলিল সাহাবীদরে কোন উক্তি গ্রহণে প্রতবিন্দক হয় না তাহলে সেক্ষত্রে বয়টি প্রশস্ত। নঃসন্দহে ইমাম যদে পথ অনুসরণ করছেন সটে উম্মতরে ঐক্যে সবচয়ে উত্তম পন্থা। কারণ কোন কোন ব্যক্তি যসেব মাসয়ালায় ভিন্নমত প্রকাশ করার ও ইজতহিদ করার সুযোগ আছে সসেব মতকে উম্মতরে অনকৈষ ও ভিক্তির মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে। এমনকি কটে কটে তার মুসলমি ভাইকে গেমরাহ বলতেও দ্বিধা করে না অথচ হতে পারে সনে নজিহে গেমরাহ। এ যামানায় চরম আকার ধারণ করা সংকটগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। যদিও এ যামানাততে যুব সমাজরে জাগরণ আশাব্যঞ্জক। এ ধরণে সংকট এ জাগরণকে নষ্ট করে দতি পারে এবং বিচ্ছিন্নতার কারণে উম্মাহ আবার ঘুমিয়ে পড়তে পারে। কারণ কটে যদি তার মুসলমি ভাই এর সাথে কোন ইজতহিদী মাসয়ালায় মতভদে করে; যদে মাসয়ালাতে কোন অকাট্য দলিল নই; সবে ব্যক্তি ঐ ভাই থেকে



দূরে সরে যায়, তাকে গালগিলাজ করে, তার সমালোচনা করে— এটি মুসবিত; এতে সবচয়ে খুশি হয় এ জাগরণে শত্রুরা।

যদি কোন মাসালা ইজতহিদরে উপযুক্ত হয় তাহলে সেক্ষেত্রে একে অপররে ওজর গ্রহণ করা উচিত। তবে, মুসলমান ভাইদরে পরস্পররে মধ্যে শান্তিপূর্ণ আলোচনাতে কোন বাধা নহে। আমি বলব: আল্লাহ তাআলা ইমাম আহমাদকে উত্তম প্রতদিন দনি; যিনি এ সুন্দর পথটি গ্রহণ করছেন: যখন সলফে সালহীন কোন মাসালায় মতানকৈষ করে এবং এ ক্ষেত্রে কোন অকাট্য দলিল না থাকে সেক্ষেত্রে বিষয়টি প্রশস্ত এবং সবগুলো অভিমতরে উপর আমল করা জায়ে। [আল-শারহুল মুমতী (৫/১৩৫-১৩৮)]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা যায় যে, সাহাবায়ে করোম থেকে যে অভিমত বর্ণিত আছে সে অভিমতরে উপর আমল করলে এতে কোন অসুবিধা নহে। যদিও উত্তম হচ্ছে— প্রথম রাকাতে ৭ তাকবীর দয়ো এবং দ্বিতীয় রাকাতে ৫ তাকবীর।

তনি:

অন্তরগুলোকে এক সূতায় বঁধে রাখা ও ঐক্যবদ্ধ থাকা কর্তব্য। ইসলামরে এটি একট মৌলিক নীতি। একট সুননতরে কারণে এ মূলনীতিকে ধ্বংস করা জায়ে হব না। কটে এ সুননত পালন না করলেও কোন অসুবিধা নহে। হ্যাঁ, আলোচনা, পর্যালোচনা ও সংলাপ করতে কোন অসুবিধা নহে যাতে করে সুননাহর অধিকতর নকিটবর্তী উক্তিটি গ্রহণ করা যায়। কিন্তু, যদি দুই পক্ষরে মধ্যে মতকৈষ না ঘটবে এবং প্রত্যকে দল মনে করে, তারাই হকরে কাছাকাছি এবং তারা সাহাবায়ে করোম, তাবয়ী ও ইমামদরে অনুসরণ করছে সেক্ষেত্রে কর্তব্য হচ্ছে শহররে সকল মুসলমান একজন ইমামরে ইমামতকি মনে নয়ো এবং বচ্ছিন্ন না হওয়া। কারণ তাদরে এ বচ্ছিন্নতা শয়তানরে পক্ষ থেকে এবং এতে তাদরে শত্রুতা খুশি হয়।

ইতপূর্ববে 12585 নং প্রশ্নতোতরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি ইমাম নামাযরে মধ্যে এমন কোন আমল করে যা আমল করাটা মোক্তাদ শরয়িত সম্মত মনে করে না; সেক্ষেত্রেও মোক্তাদরি উপর ফরয ইমামরে অনুসরণ করা; যহেতে মাসালাটি ইজতহিদী। এই ব্যক্তরি যদি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) কথিবা আবু মুসা আশআরী (রাঃ) কথিবা আবু মাসউদ আল-বদরী (রাঃ) এর মত মর্যাদাবান সাহাবায়ে করোমরে পছিনে নামায আদায় করতনে তখন তারা কি করতনে! এ সাহাবীরা প্রথম রাকাতে ৩ তাকবীর ও দ্বিতীয় রাকাতে ৩ তাকবীর দয়ি নামায পড়তনে। তারা কি এ মহান ইমামদরে পছিনে নামায পড়া বর্জন করতনে? যাঁরা উম্মতরে ইমাম, সবচয়ে জ্ঞেণী ও সর্বাধিক পবতির আত্মার অধিকারী?!